রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১০

নং ১০-আঃমঃ (লেঃসঃবিঃবিঃ) (মুঃপ্রঃ)-মপম/ম-২(আইন)/ভাষান্তর-৪/২০০৯-১০—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ইংরেজীতে প্রণীত এবং ২০০৭ সনের জানুয়ারি পর্যন্ত সংশোধিত অধ্যাদেশের অনূদিত পাঠ।)

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

১৯৮৩ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ

[১৭ মে, ১৯৮৩]

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের ফরমান অনুসারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে, —

(ক) **"কন্টেইনার"** অর্থ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য মোড়কজাতকরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত যে কোন ধরণের আধার, প্যাকেজ, মোড়ক, বা কনফাইনিং ব্যান্ড;

(খ) **"মৎস্য"** অর্থে সকল ধরণের তরুণাস্থিযুক্ত এবং কাঁটাযুক্ত মাছ, বাগদা চিংড়ি, উভয়চর প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কঠিন খোলসযুক্ত প্রাণী, সিলেন্টারেট, মোলাস্ক, ইকোইনোডার্ম, এবং জীবনচক্রের যে কোন পর্যায়ের ব্যাঙ ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(গ) **"মৎস্যপণ্য"** অর্থে কোন তাজা মৎস্যপণ্য বা উপজাত পণ্য (by product) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"তাজা মাছ"** অর্থ সদ্য ধৃত মৎস্য যাহা কোন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা হয় নাই;

(ঙ) **"মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনা"** অর্থ মৎস্যপণ্য রপ্তানীর জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা রপ্তানী বা অভ্যন্তরীণ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে মজুদের স্থান;

(চ) **"পরিদর্শন"** অর্থ সরেজমিনে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মোড়কজাতকরণ কারখানা স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তাহা দেখা এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভৌত, রাসায়নিক এবং অনুজীবীয় অবস্থা পরীক্ষা;

(ছ) **"প্রক্রিয়াজাতকরণ"** অর্থে মৎস্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে পরিস্কৃত, ফালিকৃত, বরফায়িত, প্যাকিংকৃত, কৌটাজাত, হিমায়িত, ধূমায়িত, লবণাক্ত, রন্ধিত, আচারজাত এবং শুষ্ক করিয়া বা অন্য কোন পদ্ধতিতে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) **"মাননিয়ন্ত্রণ"** অর্থ এইরূপ কোন কৌশল যাহা দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করা হয়।

৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার রপ্তানীর উদ্দেশ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য এবং উহাদের কন্টেইনারের মান নিশ্চিত করিবার জন্য, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে ঃ—

(ক) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গ্রেড, মান ও স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ;

(খ) মৎস্য শিকার এবং মৎস্য বা ক্ষেত্রমত মৎস্যপণ্যের হ্যান্ডলিং ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ;

(গ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদকরণ, গ্রেডিং, প্যাকেজিং, মার্কিং, পরিবহন এবং পরিদর্শন;

(ঘ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কন্টেইনারের মান এবং নমুনা নির্ধারণ এবং ঐ সকল কন্টেইনার চিহ্নিতকরণ ও পরিদর্শন;

(ঙ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের হিমায়িতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কজাতকরণ কারখানা এবং স্থাপনার নিবন্ধন গ্রহণ;

(চ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের হিমায়িতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কজাতকরণ কারখানা এবং স্থাপনার সরঞ্জামাদি, নির্মাণকার্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং মৎস্য শিকার এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা ও স্থাপনা অথবা মৎস্যপণ্য রপ্তনি সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহৃত নৌকা, যানবাহন এবং অন্যান্য পরিবহন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;

(জ) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা এবং স্থাপনা নিবন্ধন এবং লাইসেন্স প্রদান এবং পরীক্ষাগারে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা বিশ্লেষণ পরিদর্শনের জন্য ফি নির্ধারণ;

(ঝ) গ্রেড বা মানের ব্যাপারে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ এবং চাহিদা পূরণ ব্যতীত, কোন মৎস্য, মৎস্যপণ্য বা কন্টেইনার কোন গ্রেড, বা নাম বা স্টান্ডার্ডের অধীনে বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা বা ধারণ করা নিষিদ্ধকরণ;

(ঞ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনাকরণ কার্যক্রম এবং নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ট) সরকারের নিকট হইতে মাননিয়ন্ত্রণ সনদ গ্রহণ না করিয়া কোন তাজা, হিমায়িত, প্রক্রিয়াজাত বা সংরক্ষিত মৎস্য বা তাহার কন্টেইনার বাজারজাতকরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য উপস্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধকরণ বা সীমিতকরণ; এবং

(ঠ) নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অনুমোদিত নহে অথবা অন্যভাবে অস্বাস্থ্যকর বা মানুষের ভোগের পক্ষে অনুপযোগী মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

৪। **এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য পরিদর্শন।**—(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং তদধীন প্রণীত বিধি প্রতিপালিত হইতেছে কি না উহা পরিদর্শনের জন্য, সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ সংখ্যক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই উপ-ধারার অধীনে নিযুক্ত কোন পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা—

(ক) যুক্তিসংগত সময়ে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিবহনের এবং মজুদকরণের জন্য ব্যবহৃত যে কোন স্থানে বা চত্বরে প্রবেশ করিতে পারিবেন অথবা যে কোন বাষ্পীয় জাহাজে, নৌযানে বা নৌকায়, রেলগাড়িতে, ট্রাকে, পরিবহনে, উড়োজাহাজে বা মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বহন বা মজুদের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোন যানবাহনে আরোহন এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি বিশ্বাস করেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার মত যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন কন্টেইনারে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহা খুলিতে পারিবেন এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা পরিদর্শণার্থে বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) যে কোন বহি, শিপিং বিল, বিল অব লেডিং বা অন্য কোন দলিল বা কাগজ বা উহার অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ পরিদর্শণার্থে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান বা উপস্থাপনে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পরিদর্শককে বা উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উক্ত উপ-ধারার অধীন দায়িত্বপালনার্থে তাহার প্রবেশে বাধাদান, ব্যাহত বা প্রত্যাখ্যান করিতে বা বাধা-প্রদানে, ব্যাহতকরণে বা প্রত্যাখ্যানে সহায়তা বা সহযোগিতা করিতে পারিবেন না।

৫। **মৎস্য রপ্তানি, ইত্যাদি।**—কোন ব্যক্তি পঁচা, অস্বাস্থ্যকর বা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু দ্বারা দূষিত কোন মৎস্য বা মৎস্যপণ্য মানুষের ভোগের জন্য রপ্তানি করিতে বা রপ্তানির জন্য বিক্রয় করিতে অথবা রপ্তানি বা যে কোন ব্যবসায়ের জন্য সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না।

৬। **মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের হ্যান্ডলিং, ইত্যাদি।**—কুষ্ঠ রোগ বা যক্ষ্মায় আক্রান্ত বা সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি মৎস্য শিকার করিতে, হ্যান্ডলিং করিতে, বহন করিতে, বা প্রক্রিয়াজাতকরণ করিতে বা মৎস্য ও মৎস্যপণ্য স্পর্শ, হ্যান্ডলিং, বহন, প্রক্রিয়াজাতকরণে যুক্ত থাকিতে বা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনায় কাজ করিতে পারিবেন না।

৭। **মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনা পরিচালনা**।—(১) এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত, কোন ব্যক্তি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আবেদন করিবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি পালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে সরকার তৎকর্তৃক নির্ধারিত ছকে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৪) যদি দেখা যায় যে, আবেদনকারী অধ্যাদেশের বিধানাবলী ও তদধীন প্রণীত বিধি পালন করেন নাই, তাহা হইলে সরকার লাইসেন্সের জন্য পেশকৃত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

৮। **আপিল**।—এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, এইরূপ আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন; উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৯। **ধারা ৪(২) লঙ্ঘনের দণ্ড**।— কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে, তিনি অনধিক ৩(তিন) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। **ধারা ৫ বা ৬ লঙ্ঘনের দণ্ড**।— কোন ব্যক্তি ধারা ৫ বা ৬ এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে, তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। **একাদিক্রম অপরাধের দণ্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২), ধারা ৫, ধারা ৬, বা এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইবার পর দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে, অনুরূপ প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দন্ড আরোপের সময় আদালত এইরূপ লঙ্ঘনের সহিত সংশ্লিষ্ট মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মৎস্য মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল এবং এইরূপ প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ কারখানা বা স্থাপনা জব্দ করিবার ও সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা**।—(১) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নিম্নের কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীনে আনীত অভিযোগের বিচার করিবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিযুক্ত কোন পরিদর্শকের বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবেন না।

১৩। **দায়মুক্তি**।—এই অধ্যাদেশ বা উহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ অথবা উহা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের অথবা আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, ধারা ৩ বা ধারা ৮ বা ধারা ১৫ এর অধীন উল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যতীত, এই অধ্যাদেশ দ্বারা সরকারের উপর ন্যস্ত ও অর্পিত যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব সরকারের অধস্তন কোন কর্মকর্তা উক্ত আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ও শর্তে, যদি থাকে, প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে পারিবে।

১৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd